দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 23 SEP 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

জাবিতে ভর্তি বাণিজ্যে প্রতারকচক্র

পরীক্ষা শুরু ১৯ নভেম্বর, আসন বণ্টনে নেই নিয়মনীতি

■ নিলয় মামুন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক সম্মান শ্রেণিতে ভর্তি পরীক্ষা আগামী ১৯ নভেম্বর থেকে শুরু হবে। চলবে ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত। আর এ ভর্তি পরীক্ষাকে ঘিরে অর্থের বিনিময়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিতে সক্রিয় হয়ে উঠেছে প্রতারক চক্র। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় বিভিন্ন অসংগতির কারণে তা প্রতারক চক্রের কাছে আরো সহজ হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ শিক্ষার্থীদের।

জানা যায়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার সময় শিক্ষার্থীদের জন্য রুম নির্ধারিত থাকলেও কোনো নির্দিষ্ট আসন নির্ধারিত থাকে না। যার কারণে যে যার মত কোনো নির্দিষ্ট রুমে পরিচিতদের সঙ্গে বসে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পায়। পূর্বেই প্রতারক চক্রের সদস্যরা ভর্তি পরীক্ষার ফরম তোলার সময় একসঙ্গে ফরম তোলার কারণে সিটও একসঙ্গে পড়ে। তারপর আগে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা হওয়ায় যারা ওখানে চান্স পেয়ে যায় তারা চুক্তি অনুযায়ী তাদের সঙ্গে থাকা পরিচিতদের সাহায্য করে বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়। আর এসব কাজ করে জগন্নাথ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব শিক্ষার্থী আগেই চান্স পায়। এছাড়া বিভিন্ন সেটে পরীক্ষা হওয়ায় সেট পরিবর্তন করেও জালিয়াতি করা হয়। গতবছর ভর্তি পরীক্ষায়ও বিভিন্ন হল থেকে সেট পরিবর্তনের দায়ে অনেক ভর্তিচ্ছুকে আটক করা হয়। বিভিন্ন ডিভাইসের মাধ্যমে উত্তরপত্র পাঠিয়ে ও প্রক্সি দিয়েও ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতি করা হয়। গত বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের প্রথমবর্ষের জনি রহমান নামে এক শিক্ষার্থী অন্যের হয়ে পরীক্ষা দিতে এসে পরীক্ষার হলে শিক্ষকদের কাছে আটক হন। এভাবে প্রতারক চক্র বিভিন্ন কৌশলে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের টাকার বিনিময়ে বিভিন্ন বিভাগে ভর্তির সুযোগ করে দেয়। অন্যদিকে ভর্তি পরীক্ষায় ফলাফলের ক্ষেত্রে কলা ও মানবিকী অনুষদে বিভিন্ন ভাগে রেজাল্ট দেওয়ায় প্রকৃত মেধাবীরাও বাদ পড়ে যায় বলে অভিযোগ করেন শিক্ষার্থীরা। কলা ও মানবিকী অনুষদে মানবিক,বিজ্ঞান ও অন্যান্য নামে ভাগ করে রেজাল্ট দেওয়ায় অন্যান্য ভাগে পড়ে বাণিজ্যিক ও মাদরাসার শিক্ষার্থীরা। এতে করে অন্যান্যের মধ্যে দুই ভাগ হওয়ায় বেশি নম্বর পেয়েও অনেক শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পারেন না। কারণ এভাগে সিট সংখ্যা সীমিত হওয়ায় মানবিক ও বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরাই বেশি ভর্তি হতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার (শিক্ষা) ও কেন্দ্রীয় ভর্তি পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব মোহাম্মদ আলী জানান, একসঙ্গে সিট পড়ার কোনো সুযোগই নেই। আমরা এবার এ বিষয়ে আরো কঠোর হব। তবে তিনি পরীক্ষার হলে নির্ধারিত আসন না থাকার বিষয়ে বলেন, আমাদের ভর্তি পরীক্ষার নিয়ম অন্যান্য জায়গা থেকে আলাদা।